ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নব্যার সঙ্গে একই মঞ্চে ঐশ্বরিয়া, পাত্তাই পেলেন না অমিতাভের নাতনির কাছে!

পৃঃ ৫

শচীনকে টপকে যে রেকর্ড গড়লেন কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৮১ ● কলকাতা ● ২৪ আশ্বিন, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১২ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

## ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার

# সিলেবাস তৈরির জন্য নতুন কমিটি গঠন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে নতুন সিলেবাস মেনে। সে কথা মাথায় রেখেই নতুন সিলেবাস কমিটি গঠন করল স্কুল শিক্ষা দফতর। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন সিলেবাস কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।সিলেবাস কমিটিতে বাংলার বিষয়ে মেন্টর করা হয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যাপক রাজীব চৌধুরীকে। ইংরেজি বিষয়ে মেন্টর হয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মৈনাক বিশ্বাসকে। অঙ্কের মেন্টর হয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব কৌশিক বাসককে।শুধুমাত্র চেয়ারম্যান পদেই নয়, সিলেবাস কমিটিতেও বিস্তর রদবদল করা হয়েছে। আপাতত এক বছরের জন্য এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, প্রয়োজনে এই সিলেবাস কমিটির মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে।২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে পুরোনো সিলেবাস মেনেই। তাই এ বছরের মাধ্যমিক

এরপর ৩ পাতায়

## বঞ্চনা বনাম দুর্নীতি! লক্ষ্য ২৪, তৃণমূলের বিরুদ্ধে

# এবার পাল্টা পথে নামছে বঙ্গ বিজেপি

**কলকাতা: নিউজ সারাদিন :** কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ। ময়দানে তৃণমূল। এর পাল্টা দুর্নীতির অভিযোগে শান বিজেপির। পুজোর পরেই কোমর বেঁধে তারা প্রচারে ঝাঁপাতে চলেছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, কেন্দ্র হোক বা রাজ্যের প্রকল্প, সব জায়গাতেই দুর্নীতি করেছে তৃণমূল।

রাজ্যের বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়করা প্রচার করবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও বিধানসভা ভিত্তিক দায়িত্ব দেওয়া হবে। গত পঞ্চায়েত ভোটেও কেন্দ্রীয় বঞ্চনাকে হাতিয়ার করে জোরদার প্রচার চালায় তৃণমূল। ভোটে তারা এর ফলও পেয়েছে। এবার সামনে লোকসভা নির্বাচন। আবারও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে তৃণমূলের সুর সপ্তমে। এর মোকাবিলায় এবার কোমর বেঁধে ময়দানে নামতে চাইছে বঙ্গ বিজেপিও। তারা চাইছে পাল্টা দুর্নীতির অস্ত্রে শান দিতে।আর দুর্নীতি করেছে বলেই টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। চব্বিশে লোকসভা ভোট। তার আগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে সরব তৃণমূল। একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ। আবাস যোজনার বরাদ্দ বন্ধ।তৃণমূলের দাবি, 'বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে দিল্লির বিজেপি সরকার।' এ নিয়ে দিল্লিতে ধরনা দিয়েছে তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ধর্না হয়েছে রাজভবনের সামনেও। এবার পাল্টা পথে নামছে বিজেপি। বঞ্চনার অভিযোগের মোকাবিলায় তাদের হাতিয়ার দুর্নীতির অভিযোগ। গেরুয়া শিবির সূত্রের খবর, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে, উতসবের পর কোমর বেঁধে ময়দানে নামবে বঙ্গ বিজেপি।

প্রত্যেক বিধানসভা এলাকায় গিয়ে প্রচার করবে। বিভিন্ন জায়গায় হবে সভা। বিলি করা হবে প্রচারপত্র। বিজেপি বোঝানোর চেষ্টা করবে, কেন্দ্র এবং রাজ্যের প্রকল্পে দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। রাজনৈতিক রং দেখে প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতারা দুর্নীতি করেছেন বলেই টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। এই সুরেই প্রচার করবেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা।

## ৮ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর

# সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরলেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আট ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরলেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই প্রথম জেরার মুখোমুখি হলেন অভিষেক জায়া। বুধবার বেলা ১০টা ৫৭মিনিট নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছেছিলেন তিনি।বুধবার সকাল ১০টা ৫৭মিনিট নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন রুজিরা। সাড়ে আট ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। সন্ধে ৭ টা বেজে ৩৫ মিনিট নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি তলব করেছিল।যদিও তাঁরা সকলেই গরহাজির ছিলেন। তার পর গত ৪ অক্টোবর, বুধবার অভিষেকের স্ত্রী রুজিরাকেও নোটিস পাঠানো হয়। এর আগে বিদেশ থেকে সোনা আনার মামলায় একাধিকবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিলেন রুজিরা। প্রতিবারই তিনি হাজিরা দিয়েছেন এবং নথিপত্র তুলে দিয়েছেন তদন্তকারীদের হাতে। তবে এই প্রথমবার নিয়োগ মামলায় তলব করা হয় তাঁকে।

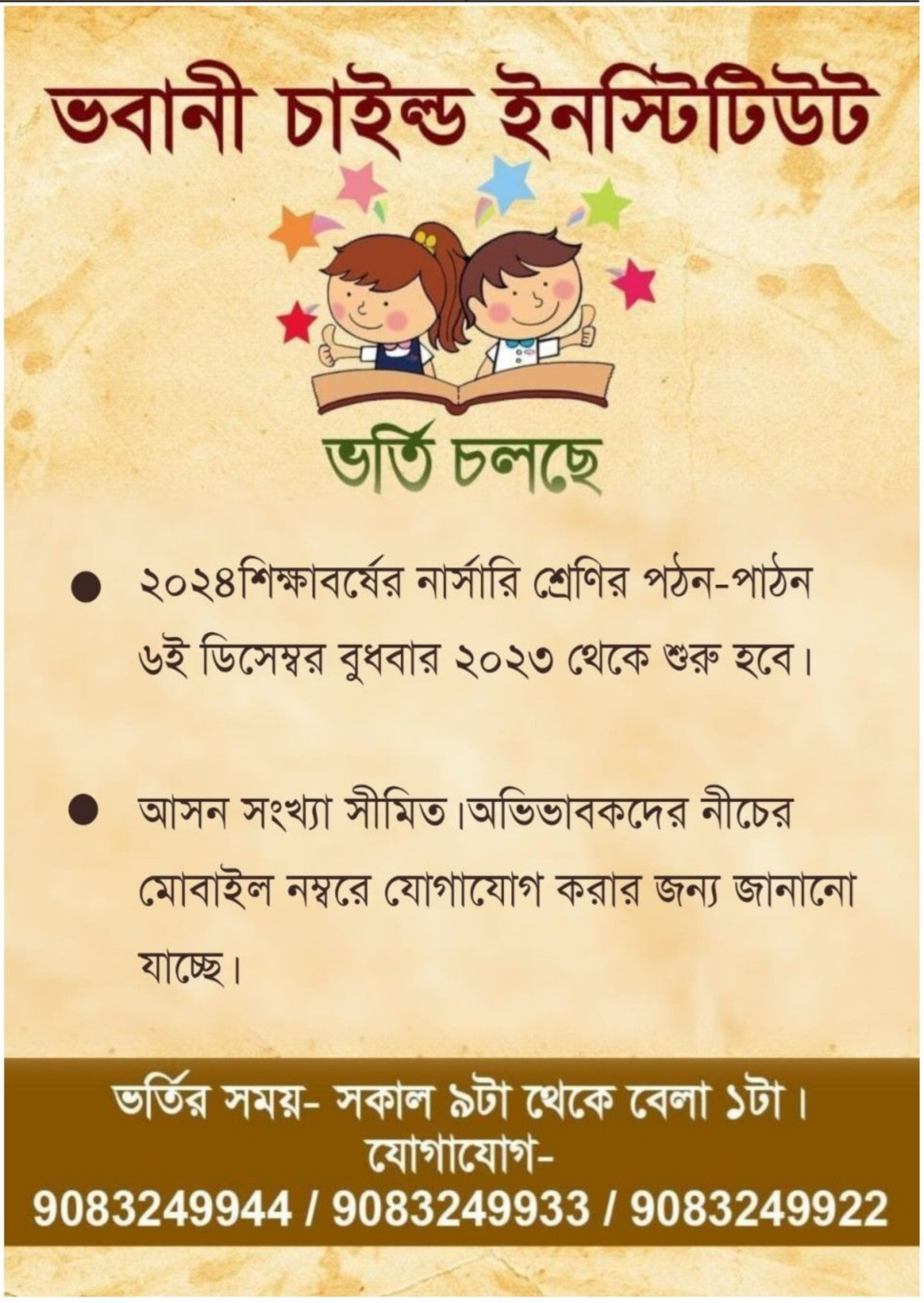

## কোর্টের রায়ের পর ক্ষতিপূরণ পেল

# বাঘে আক্রমণে নিহত পরিবার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** এপিডিআর এর প্রচেষ্টায় কুলতলী থানার গোপালগঞ্জ অঞ্চলের শান্তিবালা নস্কর পেল ৫ লক্ষ টাকার চেক। গত ৩রা অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এক ঐতিহাসিক রায়ে শান্তিবালা দেবীর স্বামী লক্ষিন্দর (লখাই) নস্কর সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহত হয়। কোথায় মারা গেছে তা নিয়ে টালবাহানা শুরু হয়। কোর বা বাফার এলাকা যেখানেই মারা যাক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাঘের আক্রমণে মারা গেলে এটা প্রমান হলেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি তিনি আইনও ভেঙে থাকেন তবুও ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এর উদ্যোগে এই প্রথম আদালতের রায়ে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হলো বনদপ্তর। আজ ক্যানিং বনদপ্তরের অফিসে বাঘের আক্রমণে নিহত পরিবারের সদস্যদের ডেকে বনদপ্তরের অফিসাররা ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিল শান্তিবালা দেবীর হাতে। এপিডিআর এর উদ্যোগে করা এই মামলায় শান্তিবালা দেবীর আইনজীবী কৌশিক গুপ্ত শান্তিবালা দেবী ও মিঠুন মন্ডলের উপস্থিতিতে চেক তুলে দেয়। হাইকোর্টের আদেশ ছিল ১৩ অক্টোবরের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। নির্দিস্ট সময়ের আগেই বনদপ্তর চেক দেওয়ায় মিঠুন মন্ডল ও শান্তিবালা দেবী বনদপ্তরের কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। আগামী দিনে বনদপ্তরের কর্মীদের কাছ থেকে একই রকম সহযোগিতা আশা করেন। এমনই তথ্য উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান তারা। মিঠুন মন্ডলের কথায় সুন্দরবন এলাকায় আরও বহু পরিবার আছে যাদের বাড়ির লোক বাঘে বা কুমিরের আক্রমনে নিহত হয়েছে বা আহত হয়েছে কিন্তু কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। এরকম পরিবারগুলি কাগজপত্র সহ এপিডিআর এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে এপিডিআর ক্ষতিপূরণ আদায়ের লড়াইয়ে তাঁদের সহযোগিতা করবে। তাদের পাশে থাকবে। শুধু ক্ষতিপূরণ নয় সুন্দরবনের মৎসজীবী ও মৌলেদের অধিকারের দাবি নিয়ে এপিডিআর লাগাতার কাজ করে যাবে।

## বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ওয়েলনেস সেঞ্চুরি 'দ্য ফার্ম'-এর

# হোলিস্টিক ওয়েলনেস স্পেশালিস্ট ড. মেরিয়ন অ্যালোনঞ্জো iLEAD পরিদর্শন করেন

**Kolkata, 9th October, 2023: নিউজ সারাদিন :** iLEAD ইনস্টিটিউট অফ লিডারশিপ, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট,বিসনেস সৃজনশীলতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটি প্রিমিয়ার স্কুল ওয়ান রেপ গ্লোবাল, লক্ষ্মী চোপড়া, এবং পিএচ কার্প এর সাথে যৌথভাবে ৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে সামগ্রিক জীবনধারা এবং সুস্থতার উপর একটি তথ্যমূলক সেশনের আয়োজন করা হয়। সেশনটির সঞ্চালন করেন স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিশেষজ্ঞ, ডাঃ মেরিয়ন অ্যালোনঞ্জো, দ্য ফার্ম রিসোর্ট, সান বেনিটো, ফিলিপাইনের মেডিকেল চিফ। তার সাথে ছিলেন দ্য ফার্মের গ্লোবাল হেড অফ সেলস, মার্কেটিং এবং কমিউনিকেশনস মিসেস জেনিফার স্যানভিক্টরেস্।

এই প্রোগ্রামটি হোস্ট করার পিছনে রখউঅউ এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল তরুণদের নির্দেশনা প্রদান করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপদ দূর করে তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার যাত্রা শুরু করতে উৎসাহিত করা এবং তাদের একটি সামগ্রিক জীবনধারা গড়ে তুলতে সাহায্য করা যা শুধুমাত্র দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করা।

ডাঃ মারিয়ান অ্যালোনঞ্জো 'অপ্টিমাল হেলথ' বিষয়ে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দর্শকদের বিমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য যাত্রা শেয়ার করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জগতে উন্মুক্ত করতে উৎসাহিত করেন, মানসম্পন্ন ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর ও জৈব খাবার সমন্বিত একটি সুষম খাদ্যের তাৎপর্যের ওপর জোর দেন। ডাঃ অ্যালোঞ্জো 'কার্ডিওমায়োপ্যাথি' একটি হৃদপিন্ডের পেশীর রোগের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং স্ট্রেস এবং উদ্বেগ ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসাবে 'দ্বিপাক্ষিক ট্যাপিং'-এর সুপারিশ করেন। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে কীভাবে মেনোপজ এবং অ্যান্ড্রোপজ স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ডিটক্সিফিকেশন গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের সাথে মোকাবিলা করা ব্যক্তি এবং পরিবারকে তাদের উন্নত স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পথে ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ নিয়ে এসেছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী লাইফস্টাইল রোগের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে সহজ কিন্তু কার্যকর কৌশল এবং টিপস দিয়ে সজ্জিত, দর্শকরা অধিবেশনটি উত্তেজিত এবং আলোকিত করে রেখেছিলেন।

বিলাসবহুল অতিথিসেবা এবং সুস্থতা পর্যটনে ২০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে একজন স্বপ্নদর্শী নেতা মিসেস স্যানভিক্টরেস ও তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অধিবেশনটি অনুগ্রহিত করেন। তিনি আতিথেয়তা শিল্পের মধ্যে সুস্থতা একীকরণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং হাইলাইট করেন যে আধুনিক ভ্রমণকারীরা তাদের ছুটির দিনে সুস্থতা পরিষেবাগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় এমন হোটেলগুলি কীভাবে সন্ধান করেন। সেশনটি ভ্রমণ এবং পর্যটন প্রেমীদের জন্যও তথ্যপূর্ণ ছিল।

iLEAD ডাঃ মেরিয়ন অ্যালোনঞ্জো এবং মিসেস জেনিফার স্যানভিক্টোরেসের সাথে একটি আকর্ষক এবং ইন্টারেক্টিভ সেশনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যা অংশগ্রহণকারীদের একটি সুস্থ জীবনধারার জন্য একটি সামগ্রিক পদ্ধতির বিষয়ে অনুপ্রাণিত ও আলোকিত করেছে।

# জিএসটি নিয়ে জাতীয় সম্মেলন

**Kolkata 7th October 2023: নিউজ সারাদিন :** ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই) এর জিএসটি এবং পরোক্ষ কর কমিটি ভাষা ভবন, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, আলিপুর, কলকাতায় জিএসটি-এর উপর দুই দিনের জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতির পরিবর্তিত চাহিদা এবং এই পরিবর্তন এর ফলে উদ্ভুত জটিলতাগুলো অনুশীলনকারী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে জিএসটি-র ক্ষেত্রে ঘটিত এমন পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য নোট করা, বিশ্লেষণ এবং প্রচার করা।

আইসিএআই-এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল (ইআইআরসি) ৬ ও ৭ অক্টোবর ২০২৩ -এ জাতীয় সম্মেলন হোস্ট করে। সিএ সুশীল কু. গয়াল কাউন্সিল সদস্য, আইসিএআই, এবং চেয়ারম্যান, জিএসটি এবং পরোক্ষ কর কমিটির, আইসিএআই, প্রাথমিকভাবে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং সুবিধাভোগীদের জন্য প্রোগ্রাম কাঠামোর কথা মাথায় রেখে,এই বিষয়ে এই দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের পরিকল্পনা করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিএ দেবায়ন পাত্র, চেয়ারম্যান, ইআইআরসি, সিএ সঞ্জীব সংঘি, ভাইস চেয়ারম্যান, ইআইআরসি, সিএ বিষ্ণু কু. তুলস্যান, সচিব, ইআইআরসি এবং সিএ ময়ুর আগরওয়াল, কোষাধ্যক্ষ, ইআইআরসি। সিএ (ড.) দেবাশীষ মিত্র, তাৎক্ষণিক অতীত সভাপতি, আইসিএআই এর জিএসটি এবং পরোক্ষ কর কমিটির প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন এবং সফলভাবে এটি আয়োজন করার জন্য ইআইআরসি-কে অভিনন্দন জানান।

সম্মেলনের বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল যার জন্য উল্লিখিত সভাটি আয়োজিত হয়েছিল। সারাদেশের বিশিষ্ট বক্তারা একটি ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতিতে শ্রোতাদের কাছে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন এবং নিশ্চিত করেন যে তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা আগামী দিনগুলিতে বৃদ্ধি পায়ে।

আলোচনায় মূলত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট, রিভার্স চার্জ মেকানিজম, জিএসটি-র মামলার দিক, জিএসটি-এর অধীনে সর্বশেষ বিচারিক রায়, ই-ওয়ে বিলের বিভিন্ন সমস্যা, জিএসটি-র দাবি, নোটিশ এবং ট্যাক্সের উপর প্রযুক্তির প্রভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রগুলিকে কভার করা হয়ে। এছাড়াও বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ/প্যানেলিস্টদের সমালোচনামূলক এবং ব্যক্তিগত মতামতকে মাথায় রেখে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্যানেল আলোচনা করা হয়ে, ১) জিএসটি @ ২০৩০ - অর্থাৎ, দেশের ২০৩০ সালের পরিস্থিতি, ২) ট্যাক্স প্রযুক্তি - রূপান্তর এবং স্বচ্ছতা।

ভাষা ভবনে দুই দিনব্যাপী সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রোগ্রামটি ৩এঃ অর্থাৎ টেকনোলজি, টাইম এবং ট্রাস্ট কে সমর্থন করে, যা প্রকাশ করে যে প্রযুক্তি সহায়ক যুগের সাথে, সবার মধ্যে আস্থা তৈরি করতে প্রত্যেকেরই বাস্তব সময়ের ভিত্তিতে আপডেট হওয়া উচিত।

## ছোড়দা হাইস্কুলে বাৎসরিক পুরস্কার

# বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

**অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন :** বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের খুদমরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোড়দা হাইস্কুলে আয়োজন করা হল আলোচনা সভা, বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন ধমসা মাদলের তালে তালে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিধায়ককে স্বাগত জানান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত, জেলা পরিষদের দলনেতা কমলকান্ত রাউৎ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ কল্পনা দে, পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ জহরলাল নায়েক, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুপ মাহাত সহ স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারা। ওই অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত বলেন, সকলে যদি নিজেদের ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালন করি তাহলে জঙ্গল মহলকে আমরা আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারব। সেই সঙ্গে তিনি ওই বিদ্যালয়ের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

## সিপিআইএম এর নতুন

# দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন

**বাবলু হাসান লস্কর : নিউজ সারাদিন :** দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর বিধানসভার অধীনস্থ জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের জয়নগর এক এরিয়া কমিটির উদ্যোগে হরিনারায়নপুর অঞ্চলে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে নতুন দলীয় কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য অলক ভট্টাচার্য আব্দুল ওদুদ মোল্লা অপূর্ব প্রামাণিক বিশিষ্ট আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জি মোস্তফা সরদার সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিশেষ করে নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, সিপিআইএম তার শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে এবং কর্মীদের সংঘটিত করতে এমনই উদ্যোগ গ্রহণ করছে। আর এই দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনে উপলক্ষে, বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সভায় এলাকার মানুষদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় শাসকদলের দাপটে সিপিআইএম ততটা শক্তপোক্ত সংগঠন তৈরি করতে পারেনি। আর এই মুহূর্তে দলীয় কর্মীদের সংখ্য বৃদ্ধি পেতেই এমনই উদ্যোগ সিপিআইএম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির।

১-ম পাতার পর

# ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাস তৈরির জন্য নতুন কমিটি গঠন

পরীক্ষার সিলেবাসে কোনও বদল হব না। তবে ২০২৫ সালের মাধ্যমিকের সিলেবাস তৈরির কাজ এখন থেকেই এই কমিটি শুরু করে দেবে। উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন অভীক মজুমদার। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, তথ্যটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানিয়েছিলেন, অভীক নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি, সিলেবাস কমিটির কাজও করে যেতে চান তিনি। তাই অভীককে সিলেবাস কমিটির উপদেষ্টা পদে রাখার কথা বিবেচনা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীর কথামতোই নতুন এই কমিটির উপদেষ্টা করা হয়েছে অভীককে, সঙ্গে আরও এক জনকে উপদেষ্টা পদে বসানো হয়েছে। তিনি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সুমিত চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের পর থেকে সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব সামলেছেন অধ্যাপক অভীক।এ বারের সিলেবাস কমিটিকে বিষয়গত ভাবে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক জন করে মেন্টর ও সহযোগী হিসেবে কয়েক জন সদস্য রাখা হয়েছে। স্কুল শিক্ষা দফতরের একটি সূত্রের দাবি, নতুন এই পদ্ধতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাস অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে। তবে নতুন সিলেবাস কমিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলি। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা স্বপন মণ্ডল বলেন, "নতুন এই কমিটিতে যাঁদের রাখা হয়েছে, তাঁরা সিলেবাস কমিটিতে থাকার আদৌ যোগ্য কি না, তা নিয়ে শিক্ষামহলে প্রশ্ন রয়েছে। শাসকদলের কাছে অনুগত্য প্রকাশের কারণেই ওই সদস্যদের সিলেবাস কমিটিতে নেওয়া হয়েছে বলেই আমরা মনে করছি।" তবে পাল্টা জবাব দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি। তাদের তরফে কার্যকরী সভাপতি বিজন সরকার বলেন, "সিলেবাস কমিটিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা শাসকদলের সঙ্গে কখনওই যুক্ত ছিল না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁদের শাসকদলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। তাই এই ধরনের মিথ্যে অভিযোগ করার উদ্দেশ্য কী? যাঁদের নিয়ে কাজ করা যাবে বলে মনে করা হয়েছে, তাঁদেরই সিলেবাস কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। অযথা অভিযোগ করে কোনও লাভ হবে না।"

## নিহত' জার্মান তরুণীর দেহ নগ্ন করে ঘুরিয়েছিল হামাস!

# 'বেঁচে আছে মেয়ে', কাতর দাবি মায়ের

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** এক জার্মান তরুণীর উপরে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের নির্মম অত্যাচারের দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছিল গোটা বিশ্ব। তাঁকে হত্যা করে তাঁর নগ্ন মৃতদেহ ঘোরানোর ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। কিন্তু এবার সেই তরুণীর মা দাবি করলেন, তাঁর মেয়ে বেঁচে রয়েছে। ইজরায়েলের এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রথম থেকেই উদ্বিগ্ন আমেরিকা। সেদেশের বেশ কয়েকজন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এই সংঘর্ষে। জঙ্গিদের হাতে পণবন্দিও রয়েছেন মার্কিন নাগরিকরা। হামাসের মোকাবিলা করতে ইজরায়েলকে আরও বেশি সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাঁর মতে, হামাসের এই হামলা আসলে শয়তানের কাজ।সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল এক ভিডিওতে দেখা যায়, তাঁর নগ্ন দেহ হামাস জঙ্গিরা পিকআপ ভ্যানে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি দেখে নিজের মেয়েকে চিনতে পারেন শানির মাও। মেয়ের সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চাইছিলেন তিনি।

এবার একটি ভিডিও বার্তায় রিচার্ডা লুক দাবি করলেন তাঁরা খবর পেয়েছেন, তাঁদের মেয়ে এখনও জীবিত। তাঁর কথায়, 'আমরা খবর পেয়েছি শানি জীবিত রয়েছে। তবে ওর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে। ওর পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। আমরা তাই বলতে চাই বলতে নয়, দাবি জানাতে চাই, জার্মান প্রশাসন যেন দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করে।' সেই সঙ্গে তাঁর আর্জি, 'গোটা জার্মানির কাছে আমার মরিয়া প্রার্থনা, আমার শানিকে সুস্থ অবস্থায় আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।'

## ইজরায়েলকে সমর্থন মোদির,

# 'জমি ছাড়ো' হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বাজপেয়ী

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতে এই প্রথম ভিন্ন অবস্থান ভারতের। এযাবত নিরপেক্ষ এবং প্যালেস্তাইনদরদি অবস্থান নিলেও, এই প্রথম সরাসরি ইজরায়েলের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে ভারত। ভারত ইজরায়েলকে সমর্থন করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সেই আবহেই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, প্রয়াত অটলবিহারি বাজপেয়ীর- পুরনো একটি ভাষণ ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যেখানে প্যালেস্তাইন থেকে 'আক্রমণকারীদের' সরে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি।মোদি এবং বাজপেয়ী, দু'জনের রাজনৈতিক পরিচয়ই সঙ্ঘ এবং বিজেপি-র সঙ্গে জড়িয়ে। কিন্তু ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন নিয়ে দু'জনের অবস্থান বর্তমানে চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ ওই ভিডিও-য় বাজপেয়ীকে স্পষ্ট বলতে শোনা যায়, "যেহেতু বিজেপি-র সরকার এখন, তাই বের পরিবর্তে ইজরায়েলের পক্ষে সমর্থন থাকবে বলে দাবি উঠছে। শ্রদ্ধেয় মোরাজি দেসাই অনেক আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, আমিও এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘোচাতে চাই। প্রত্যেকটি প্রশ্নের নেপথ্যে থাকা যুক্তি-অযুক্তি বিচার করে দেখা উচিত। পশ্চিম এশিয়ার ক্ষেত্রে একটি জিনিস স্পষ্ট, যে বভূমি ইজরায়েল দখল করে রেখেছে, তা খালি করে দিতে হবে। আক্রমণকারী সুফল ভোগ করবে, এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সকলের ক্ষেত্রে নিয়মন এক হওয়া উচিত।"

বাজপেয়ীর ওই ভিডিওটির বয়স নয় নয় করেও ৪৬ বছর আগের। ১৯৭৭ সালে দিল্লির একটি সভায় ওই মন্তব্য করেন বাজপেয়ী। সেখান থেকেই ইজরায়েলকে প্যালেস্তিনীয়দের জমি খালি করে দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন। শুধু তাই নয়, আক্রমণকারীদের সঙ্গে ভারত কোনও সম্পর্কস্থাপনে আগ্রহী নয় বলেও মন্তব্য করেছিলেন।শনিবার ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে সরাসরি ভাবে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন মোদি। ফোনে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহুর সঙ্গে কথাও হয়েছে তাঁর। সেই আবহেই বাজপেয়ীর ওই ভাষণ ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

পুরনো ওই ভিডিওটিতে বাজপেয়ীকে বলতে শোনা যায়, "আক্রমণকারী, আক্রমণের ফল উপভোগ করুক, এটা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের জন্য যা নিয়ম, বাকিদের জন্যও সেই নিয়মই কার্যকর হবে। বের জমি খালি করতে হবে। প্যালেস্তিনীয়দের তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ইজরায়েলের অস্তিত্ব তো আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়াও স্বীকার করে নিয়েছে, আমরাও করে নিয়েছি।"

## পুজোর আগেই সুপ্রিম কোর্টে শেষ হবে

# নিয়োগ মামলার শুনানি, ইঙ্গিত বিচারপতির

**নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন :** পুজোর আগেই রাজ্যের সব নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি শেষ হবে সুপ্রিম কোর্টে । মামলাকারীদের আশ্বস্ত করে ইঙ্গিত দিলেন বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু। জানিয়ে দিলেন, পুজোর ছুটির মধ্যেই রায়ের কপি লিখে ফেলতে চান তাঁরা।এর পরই বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু জানান, ছুটির আগেই তিনি শুনানি শেষ করতে চান। সেক্ষেত্রে ছুটির সময় রায় লিখে ফেলা যাবে। এই পর্যবেক্ষণকে ঘিরেই পুজোর আগে আশায় বুক বাঁধছেন চাকরিরত, বঞ্চিত শিক্ষকরা। নিজেদের দাবি মতো দ্রুত সুবিচারের স্বপ্ন দেখছেন নিজেদের মত করে।কিন্তু এদিন ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত ছিলেন বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী । সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে তাই হল না শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি। তবে এদিন আদালতের পর্যবেক্ষণে আশার আলো দেখতেই পারেন এই মামলার সঙ্গে জড়িতরা। শীর্ষ আদালতে পুজোর ছুটি শুরুর আগেই শুনানি শেষ করার ইঙ্গিত দিলেন বিচারপতি বসু।

দিনের শুরুতেই বিচারপতি জানান, যেহেতু এদিন তাঁর সঙ্গে অন্য বিচারপতি রয়েছেন এবং মামলাটির একাংশ আগে শোনা হয়ে গিয়েছে তাই এদিন শুনানি সম্ভব নয়। এরপরই 'যোগ্য' প্রার্থীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে আবেদন করেন, এভাবে দিনের পর দিন শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় যোগ্যরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এই সময় চাকরিরতদের আইনজীবী মুকুল রোহতগি বলেন, যেহেতু প্রাথমিক, পঞ্চম-ষষ্ঠ, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ ডি-অনেকগুলি বিষয় আলাদা আলাদা করে শোনার বিষয় রয়েছে, তাই শুনানির জন্য অন্তত দু'দিন সময় প্রয়োজন। তাঁর কথা শেষ হওয়ার পরই চাকরিরতদের আরেক আইনজীবী পি এস পাটওয়ালিয়া দুর্গাপুজোর ছুটির পরে আদালত খুললে শুনানির প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাতে বিকাশরঞ্জন আপত্তি করেন।

## ২০২৩ দুর্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ৮তম বর্ষপূর্তি

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** ১১ ই অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সন্ধ্যায় কালীঘাট মুক্তাঙ্গন অডিওটোরিয়ামে দুর্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিম ফেস্টিভ্যাল ৮বর্ষ উপলক্ষে একটা সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ছন্দা চ্যাটার্জী,মানুষী সিনহা বিশিষ্ট অভিনেতা ও রঞ্জন ভট্টাচার্য, সংকর বোষ,এবং অভ্রজিত চক্রবর্তী এছাড়াও বিচারকের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন অশোক বিশ্বনাথন। এক্স সেন্সর বোর্ড সদস্য এবং প্যানোরমা জিউরি বোর্ড সদস্য শিলা দত্ত,ক্যাকটাসের সিধু এবং সব্যসাচী বিশ্বাস আরো অনেক বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

## জ্বালানি শেষ, স্তব্ধ গাজার বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র, বিপর্যস্ত হাসপাতাল

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** জঙ্গি সংগঠন হামাসের হানাদারির জেরে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের র মধ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধ বুধবার পঞ্চম দিনে পা দিল। অতিমধ্যেই সেই যুদ্ধে গাজা স্ট্রিপে হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন ও ৫ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। হাসপাতালগুলিতে কার্যত ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই দশা। সূত্রের দাবি, গাজার হাসপাতালগুলিতে এখন খুব কম করেও ১২ হাজার মানুষ ভর্তি রয়েছেন। এখন যদি সেই হাসপাতালগুলিতে বিদ্যুত না থাকে তাহলে অনেকেরই জীবন সংশয় দেখা দেবে। কিন্তু গাজার বিদ্যুত উতপাদন কেন্দ্রগুলি এদিন থেকেই কার্যত বসে যেতে চলেছে জ্বালানীর অভাবে। আর তাই হাসপাতালগুলিও বিদ্যুত বিচিছন্ন হয়ে পড়ছে। আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী যে কোনও যুদ্ধের সময়ে হাসপাতালগুলিতে আক্রমণের অভিমুখ করা হয় না। এবারেও তা করা হয়নি। কিন্তু ইজরায়েল যেভাবে গাজা স্ট্রিপে খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আসার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে তার জেরে গাজার বিদ্যুতেকন্দ্রগুলি স্তব্ধ হয়ে পড়ছে। বিদ্যুতের অভাবে গাজার হাসপাতালগুলিতেও জরুরি অবস্থার চিকিতসার পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যা অবস্থা যুদ্ধ না থামলে, শান্তি না ফিরলে গাজার বহু নিরপরাধ মানুষের কার্যত জীবন যেতে বসেছে।তার মধ্যে এবার সেই হাসপাতালগুলিই বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে শুরু করেছে। কেননা জ্বালানির অভাবে গাজার বিদ্যুত উতপাদন কেন্দ্রগুলি এদিন থেকেই বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে। কার্যত এদিন থেকেই গাজা কার্যত অন্ধাকারে ডুবে যেতে চলেছে। ইজরায়েল কার্যত গাজায় খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি আসার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে সেই অবরোধ তুলে নিতে বলা হলেও ইজরায়েল এখনও পর্যন্ত তা তোলেনি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৮১ সংখ্যা ১২ অক্টোবর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ২৪ আশ্বিন, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# অন্ধকারে ডুবেছে গাজা, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে হামাস?

যুদ্ধের আবহে অন্ধকারে ডুবল প্যালেস্তেনীয় শহর গাজা। সেখানকার এক মাত্র বিদ্যুতেকন্দ্রে জ্বালানি ফুরিয়ে গিয়েছে। তাই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাচ্ছে না। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স এই তথ্য জানিয়েছে। গাজার এক নাগরিক বিবিসিকে বলেছেন, "কঠিন সময়ের মধ্যে রয়েছি। জল নেই, ইন্টারনেট নেই, বিদ্যুৎ নেই। আমরা কোনও জিনিস কিনতে বাজারেও যেতে পারছি না। কারণ যে কোনও মুহূর্তে বোমা পড়তে পারে। সাধারণ মানুষকে এই যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।"

বিদ্যুৎ না থাকায় হাসপাতালগুলিতে চিকিতসা পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে যুদ্ধে আহত বহু মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্যালেস্তেনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইজরায়েল আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হয়েছে পশ্চিম এশিয়ায়। ইজরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পাল্টা প্রত্যাঘাত করেছে। যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গাজায় বিদ্যৎ না থাকায় এখন সেখানকার বাসিন্দাদের ডিজেলচালিত জেনারেটরের উপর নির্ভর করতে হবে। বিদ্যুৎ হীন শহরে যোগাযোগ ব্যবস্থাও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। গাজার লোকজন মোবাইল ফোন চার্জ দিতে পারছেন না। জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না শহরের কোনও প্রান্তে। কোনও বহুতলে কাজ করছে না লিফ্ট বা অন্য কোনও বিদ্যুতচালিত যন্ত্র। তার মধ্যে ইজরায়েল অনবরত গোলাগুলি বর্ষণ করে চলেছে প্যালেস্তেনীয় শহরের দিকে।

গাজায় বিদ্যুতেকন্দ্রে জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে বলে আগেই সতর্ক করেছিলেন সেখানকার কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জ্বালানি জোগাড় করা যায়নি। তাঁরা জানিয়েছেন, বিদ্যুতিককেন্দ্রটি জ্বালানির অভাবে বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টো নাগাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অন্ধকারে ডুবেছে গোটা শহর। বিদ্যুত না থাকায় ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে পারে হামাস বাহিনী।

# বিধানসভা ভোট বদলে গেল মালাবদলের চাপে, নতুন তারিখ ঘোষণা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের দিন বদলে গেল। নতুন দিন ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গত সোমবার কমিশন বাকি চার রাজ্যের সঙ্গে রাজস্থানেরও বিধানসভা ভোটের সূচি ঘোষণা করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ২৩ নভেম্বর হবে ভোটগ্রহণ। কিন্তু বুধবার তা বদল করল কমিশন। বুধবার কমিশন জানিয়েছে, ২৫ নভেম্বর হবে রাজস্থানের ভোট। রাজস্থান বিধানসভায় মোট আসন ২০০টি। গত বার বিজেপির হাত থেকে মরুরাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল কংগ্রেস। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে, কংগ্রেসের হাত থেকে রাজস্থান পুনরুদ্ধারে মরিয়া গেরুয়া শিবির। যদিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজেকে প্রার্থী করেনি বিজেপি। যা পদ্মশিবিরে খানিকটা কাঁটার মতোই বিঁধছে বলে মত অনেকের। আবার কংগ্রেসের মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও তরুণ নেতা সচিন পাইলটের মধ্যেও সংঘাত রয়েছে। যদিও বিজেপি আশাবাদী, পাঁচ বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া কাজে লাগিয়ে এ বার তারা পদ্ম ফোটাবেই।জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ওই দিন রাজস্থানে প্রচুর বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠান রয়েছে। ভোটঘোষণার পরেই সেই কারণ দেখিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, যাতে ভোটের দিন বদল করা হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। সেই কারণেই ভোটের দিন পিছিয়ে দিতে হল কমিশনকে। নির্বাচন সদনের তরফে আরও বলা হয়েছে, ঘরে ঘরে সে দিন বিয়ে থাকায় ভোটের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী এবং ভোটকর্মীদের রাখার ক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে। সব দিক বিবেচনা করেই কমিশন দিন বদল করেছে।ফলঘোষণার দিন অপরিবর্তিতই থাকছে। বাকি চার রাজ্যের সঙ্গে রাজস্থানেরও ভোটগণনা হবে ৩ ডিসেম্বর।

নতুন নির্ঘণ্ট অনুযায়ী রাজস্থানের ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে ৩০ অক্টোবর, সোমবার। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৬ নভেম্বর। পরের দিন অর্থাত ৭ নভেম্বর মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া হবে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ নভেম্বর। তার পর ২৫ নভেম্বর ভোটগ্রহণ হবে। ২৩ নভেম্বর বিকেল ৪টেয় শেষ হবে প্রচার পর্ব।

# বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শ্রীরামকৃষ্ণ আর এগোতে চান নি; ঘাটে নৌকা ভেড়াতে বলেন। কথামৃতে শুধু এই টুকুই উল্লেখ আছে। তাহলে কি চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বাবিকে ভাগীরথীতে হারিয়ে গিয়েছে ? তবে বেশিরভাগ গ্রন্থতেই নবদ্বীপের কথাই উল্লেখ আছে। নবদ্বীপে প্রাচীন মায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান যা বর্তমানে নদীগর্ভে চলে গেছে। নিম গাছের নীচে জন্মেছিলেন বলে তাঁর মা তাঁকে আদর করে 'নিমাই' বলে ডাকতেন।

ক্রমশঃ

# মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

অমৃত পান করে শিবের বিষজ্বালা দূর হল। সেই থেকে দেবীর নাম হল তারিণী। তিনি শিবকে তারণ করেছেন। এই বিশ্বকেও তিনি তারণ করেন। সেই তারিণী থেকেই তারা নামের সৃষ্টি।সেই কারণে বিখ্যাত বীরভূমের এই পিঠস্থান তার নাম হয়েছে তারাপীঠ।তারাপীঠের মন্দিরের দু'শো বছর পূর্ণ হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কথাটা আংশিক সত্য। কেননা তারাপীঠের মন্দিরের ইতিহাসকে দুশো বছরের মধ্যে আটকানো যায় না। তার ইতিহাস প্রাচীন, আবছায়া, অস্পষ্ট এক অতীতের মধ্যে মিশে আছে। একদিকে পুরাণ আর একদিকে ইতিহাস। একদিকে লোককথা, অন্যদিকে দলিল। সব মিলেই তারাপীঠের মন্দির এবং তারামায়ের কাহিনী একাকার হয়ে গিয়েছে। ইতিহাসকার শুধু প্রমাণ খুঁজতে গেলে অতীতের আবছায়া কাহিনীগুলোকে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। যুগ যুগ ধরে ভক্তপ্রাণ বাঙালি হৃদয় সেসব আত্মসাৎ করে বসে আছে। তাই আপাতভাবে মন্দিরের দু'শো বছর কথাটা আংশিক সত্য। ইতিহাসকার থাকুন ইতিহাস নিয়ে, ভক্ত থাকুন তাঁর আপন বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসের উপরে অবলম্বন করেই মা ইচ্ছায় এই মন্দিরটি তৈরি হয় তারাপীঠ।

এভাবেই তারাপীঠে প্রথম মন্দির নির্মাণ হয়। শুরু হয় মায়ের ভোগরাগ। কিন্তু তার আগে থেকেই এই স্থান তারামায়ের বিরাজক্ষেত্র। পুরাণেও এই স্থানের বর্ণনা মেলে। এখানকার সিদ্ধ শ্মশানে বহু সাধুসন্ত সিদ্ধিলাভ করেছেন। পুরাণের সেই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আমরা জানি। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষের যজ্ঞাগারে আত্মাহুতি দেন সতী। সেকথা শুনে শিব সতীর দেহ নিয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করেন। শিবকে থামাতে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করেন। সেই দেহখণ্ডগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে এক একটি সতীপীঠ গড়ে ওঠে। সতীর ঊর্ধ্ব নয়নতারা বা প্রজ্ঞানয়ন পড়েছিল তারাপীঠের সেই শ্বেতশিমূল গাছের নীচে। পুরাণের কাহিনী থেকে আরও জানা যায়, সতীহারা শিব দেবীকে কামনা করে এখানে এসে সাধনা করেন। তিন লক্ষ জপ করেছিলেন। তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে তারা বলেছিলেন, তিনি আবার উমারূপে তাঁর কাছে স্ত্রী রূপে যাবেন। আরও জানা যায়, মহামুনি বশিষ্ঠ বিষ্ণুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে এখানে এসে সাধনা করেছিলেন। সেই শ্বেতশিমুল, গাছের নীচে বসে তিনিও তিন লক্ষ তারা জপ করেছিলেন। তিনি সাধনলাভ করেছিলেন আশ্বিন মাসের কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশীতে। আরও আশ্চর্যের ঘটনা হল, জয়দত্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে প্রথম যেদিন দেবীর পুজো করেছিলেন, সেদিনটাও ছিল কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশী। আজও এই বিশেষ দিনে তারামায়ের পুজো ধুমধাম করে হয়।আমার গবেষণায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তারা মায়ের মন্দির কে নিয়ে।রাণ থেকে মধ্যযুগ হয়ে ফেরা যাক আধুনিক বাস্তবের ইতিহাসে। জয়দত্তের তৈরি করা মন্দির একদিন ক্রমেই জীর্ণরূপ ধারণ করল। তখন সেই মন্দিরকে নতুন ভাবে নির্মাণ করতে এগিয়ে এলেন বীরভূমের এড়োল গ্রামের রামজীবন রায়চৌধুরী। সেটি হল তারাপীঠের মন্দিরের দ্বিতীয় নির্মাণ। সেটা ছিল আনুমানিক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ। রামজীবন ছিলেন তারাপীঠের এলাকা ওই পুরো এলাকার পত্তনিদার। তারাপীঠের মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে ভক্ত রামজীবনের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মন্দির সংস্কারের মতো অর্থ তাঁর ছিল না। তাই প্রজাদের কাছ থেকে তোলা খাজনার টাকায় তিনি আবার নতুন করে মন্দির গড়ে দিলেন। এর ফলে তিনি খাজনার টাকা তৎকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে দিতে পারলেন না। এর বিচার করার জন্য তাঁকে পেয়াদারা মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, খাজনার টাকা দিয়ে তিনি তারামায়ের মন্দির নির্মাণ করেছেন। কোনওরকম তছরুপ তিনি করেননি। নবাব একথার সত্যতা বিচারের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে নবাবকে জানালেন, রামজীবন সত্য কথাই বলেছেন। তাঁর সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে নবাব সব খাজনা মকুব করে রামজীবনকে রেহাই দিলেন। অন্যদিকে প্রায় আজ থেকে দুশো দুই বছর আগেকার ইতিহাস কি বলছে সেটি আমাদের অনেকেরই জানা, অনেকের অজানা। তবে এমন তথ্য উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গে এই লেখাতেই উল্লেখ করছি। মন্দিরের সেই ভগ্নদশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন জগন্নাথ রায়ও। তিনি ছিলেন মল্লারপুরের জমিদার। মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মানত করেছিলেন, 'মাগো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তোমার নতুন মন্দির গড়ে দেব মা।' তারামা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তারপরই জগন্নাথ রায় তারামায়ের মন্দির সংস্কার করে দেন। সেটা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল। মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি নতুন করে তৈরি করলেন চন্দ্রচূড় শিবের মন্দির, মায়ের বিরামখানা, ভোগঘর, ভাণ্ডারঘর প্রভৃতি। মায়ের অবতার ও মায়ের মহিমা আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগেকার ইতিহাস জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের কাছে।মা তারা যে সেখানে ছিল ,আজও আছে ,সারা বিশ্বে তার মহিমা ছড়িয়ে গেছে। আজ বিশ্বব্যাপী কাছে তারাপীঠ একটি পীঠস্থান হিসাবে আমরা দেখি ,সবই মায়ের মহিমা।তারাপীঠের বর্তমান মন্দির মল্লারপুরের জমিদার স্থাপন করলেনও গল্পের শুরু জয়দত্ত সদাগরের কথা হতে। আজও মুখে মুখে চলে আসছে তাঁর কাহিনী। আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগের ঘটনা। তিনি ছিলেন বীরভূমের রত্নাগড় নিবাসী। একবার তিনি বাণিজ্যে প্রভূত সম্পদ, অর্থ লাভ করে বাড়ি ফিরছিলেন। চলার পথে অসুস্থতায় মৃত্যু হল তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের। বাড়ি ফিরেই ছেলের অন্ত্যেষ্টি করবেন স্থির করে তিনি মাঝিদের বললেন, পুত্রের দেহটাকে ভালো করে ঘি মাখিয়ে রাখতে। তাতে পচন ধরবে না। এদিকে সন্ধ্যা নেমেছে। রাত্রিটা তাই পথেই বিশ্রাম নিতে হবে। চলতে চলতে থামলেন এক বিশাল জঙ্গলের পাশে। স্থানটির নাম চণ্ডীপুর।

রাতে ঘুম নেই জয়দত্তের। মৃত ছেলের দেহ আঁকড়ে রাত জাগছেন তিনি। সেই সময় তারামা এক কুমারী মেয়ের রূপ ধরে নৌকার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কালো রূপে যেন আলো ছিটকে পড়ছে। রাত্তির আকাশজুড়ে অপূর্ব এক জ্যোতি। অপূর্ব সুন্দরী সেই মেয়েটি জয়দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন,'ও বাছা, এত নৌকা ভরে কী নিয়ে চলেছো গোঃ পুত্রশোকে জয়দত্তের মন ভারাক্রান্ত ছিল। তাই তিনি রাগত স্বরে মেয়েটিকে বললেন, 'ছাই আছে'। সে কথা শুনে মেয়েটি 'আচ্ছা' বলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জয়দত্ত দেখলেন তাঁর নৌকার সব বাণিজ্যসামগ্রী, অর্থ ছাইতে পরিণত হয়েছে। পরদিন সকালে মাঝিরা রান্নায় বসল। খেয়েদেয়ে নৌকা নিয়ে যাত্রা করতে হবে। কাটা শোল মাছ কাছেই এক কুণ্ডের জলে ধুতে গেল তারা। কী আশ্চর্য! জলের স্পর্শ পেয়ে মাছটি জ্যান্ত হয়ে সাঁতরে চলে গেল। মাঝিরা দৌড়ে এসে জয়দত্তকে সব কথা জানাল। জয়দত্তের মনে পড়ল আগের রাতের কথা। সেই মেয়েটির কথা। তখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে বারবার তিনি বলতে লাগলেন, ' মাগো দেখা দে। কে তুই মাগো আমাকে এমন পরীক্ষা করে গেলি। আমাকে ক্ষমা কর মা। আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দে।' সেদিন রাতেই স্বপ্নের মধ্যে ফিরে এলেন সেই মেয়েটি। তাঁকে দেখে জয়দত্ত বললেন, 'পুত্র মলো ধন ছাই কিসের লাগিয়া।' কুমারী মেয়ে রূপী তারা মা তাঁকে বললেন, 'ভবানী বলেন সাধু না হও কাতর /প্রাতে উঠি পাবে ধন নৌকার ভিতর।' সেই সঙ্গে তারা মা তাঁকে বললেন, কুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছড়ালেই সে বেঁচে উঠবে। সকালে জয়দত্ত তাঁর হারানো সম্পদ ফিরে পেলেন এবং বশিষ্ঠকুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছেটাতেই ছেলে 'তারা তারা' বলে বেঁচে উঠল। ছেলের মুখে তারা নাম শুনে বিস্মিত জয়দত্ত বুঝতে পারলেন দেবী তারার অলৌকিক কৃপার কথা। পুত্রকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তিনি সারাদিন বসে তারা মায়ের জপ করতে লাগলেন। রাতে আবার দেবী তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তাঁকে আদেশ করে বললেন, 'এই জঙ্গলের মধ্যে একটা শ্বেতশিমুল গাছের নীচে একটা শিলাবিগ্রহ রয়েছে। সেই বিগ্রহ একটা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে তার পুজোর ব্যবস্থা করবি। আমি হলাম উগ্রতারা। জঙ্গলের মধ্যে শ্মশানে আমার বাস।' পরদিন সকালে লোকজন নিয়ে সেই বিশাল জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে শ্বেতশিমুল গাছের নীচ থেকে শিলাবিগ্রহ আবিষ্কার করলেন জয়দত্ত। কাছেই পেলেন চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি। বশিষ্ঠকুণ্ড বা জীবিতকুণ্ডের সামনে তাড়াতাড়ি মন্দির নির্মাণ করে সেই শিলামূর্তি ও চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। শুধু তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না। তার নিত্যপূজাও দরকার। তাই জয়দত্ত কাছেই মহুলা গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে নিত্যপূজার দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নেন।তবে বিজ্ঞান গবেষণার উদ্দেশ্য মায়ের মহিমা বিরাজমান, সেটি আমরা নিজে চোখে দেখে আসতে পারি তারাপীঠে গিয়ে ও।তারাপীঠের মহাশ্মশানের দ্বিতীয় রহস্য লুকিয়ে আছে শ্মশান-সংলগ্ন দ্বারকা নদীর জলে। এই নদী উত্তরবাহিনী। অর্থাৎ এর স্রোত বইছে উত্তর দিকে। হিন্দু ধর্মে উত্তরবাহিনী নদী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, ভারতের প্রায় সব নদীই নেমেছে উত্তর দিকে স্থিত হিমালয় থেকে। অতএব, তাদের ধারা কখনই উত্তর অভিমুখী হবে না। হলে তা বইবে উল্টো খাতে। একমাত্র কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আর বীরভূমে দ্বারকা। তাই দ্বারকা নদী মহাশক্তির উৎস। এই নদীজলে স্নান করলেই সিদ্ধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করেন মানুষ। দূর হয় সব পাপ।

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# সিনেমার খবর

cinema TV

## আইনি জটিলতা কাটিয়ে এক হয়েছেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা, অতঃপর ...

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** কয়েক মাস আগেই জানা গিয়েছিল সব মতবিরোধ মিটিয়ে এক হয়েছেন টলিউড অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। ছেলে সহজের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত তাদের। এতদিন মূলত মায়ের কাছেই থাকত সহজ। মাঝে মাঝে দেখা হতো বাবার সঙ্গে। তবে এ বছরটা তার জন্য একেবারেই অন্য রকম। তিনজনে একসঙ্গে উদযাপন করবে পুজার আনন্দ। চলতি বছরের পুজায় সহজ এবং প্রিয়াঙ্কার জন্য কী কী পরিকল্পনা করেছেন রাহুল? ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, সিরিয়াল্ত সব মাধ্যমেই চুটিয়ে কাজ করছেন তিনি। তার মাঝে পরিবার একসঙ্গে হয়েছে। বলা যেতে পারে অভিনেতার জীবনের আরো এক নতুন শুরু। এ বছর একসঙ্গে নাকি তারা পুজায় কেনাকাটা করতেও গিয়েছিলেন। সহজ-প্রিয়াঙ্কাকে কী কী কিনে দিলেন অভিনেতা? বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের এ বছরের পুজার পরিকল্পনা কী তা নিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন রাহুল।

অভিনেতা বলেন,"আমি যাত্রার জন্য যদিও শহরের বাইরে যাবো। তবে দিনের দিনই ফিরে আসবো। এর মধ্যেই অবশ্য আমরা পরিকল্পনা করে ফেলেছি। আমি, সহজ, প্রিয়াঙ্কা আর আমার মা মিলে রাতে খেতে যাবো। আমাদের তিনজনেরও পরিকল্পনা আছে ভাল কোনোও জায়গায় নৈশভোজে। এছাড়াও পুজার রাতে শহরটা আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই রাতে ঘুরবো। আগে পাড়ার ঠাকুরকে প্রণাম করানোর জন্য নিয়ে যাবো সহজকে। আমার বাবাও ছোটবেলায় তাই করতেন।"

পুজার আগে রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা দু'জনেই ব্যস্ত। একজনের সিরিয়াল চলছে। আর নায়িকা তো ছবির শুটিংয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের কাজেও ব্যস্ত। তবে এত কিছুর মাঝে তিনজনে মিলে একসঙ্গে গিয়েছিলেন পুজার কেনাকাটা করতে। রাহুল বললেন, "ছেলের জন্যই বেশি কেনা হয়েছে। মায়ের জন্য শাড়ি এবং জুতা কিনেছি।"

আর প্রিয়াঙ্কাকে পুজায় কী কিনে দিলেন রাহুল? এই প্রশ্নে অভিনেতার জবাব, "আমার ডিজাইনার বন্ধু প্রিয়াঙ্কার জন্য তৈরি করছে পুজার জামা। আমিও বন্ধুদের তৈরি করা পোশাকই পরবো এই পুজায়।"

## ইসরায়েলে আটকা পড়েছেন বলিউড অভিনেত্রী

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** হাইফা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিতে ইসরায়েলে গিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী নুসরাত ভারুচা। এরই মধ্যে ইসরায়েলের ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের হামলায় সেখানে আটকা পড়েছেন তিনি। তার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না।

পরে অভিনেত্রীর টিমের এক সদস্য জানান, এক বেসমেন্টে আপাতত আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। যদিও তারপর থেকে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না নুসরাতের সঙ্গে। তবে অবশেষে কাটল চিন্তার মেঘ। যোগাযোগ ভারতে ফিরছেন তিনি।

ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়, বার্তা সংস্থা এএনআই-কে নুসরাতের টিমের এক সদস্য বলেছেন, 'আমরা অবশেষে নুসরাতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। আর অ্যাম্বাসির সাহায্য নিয়ে ওকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। তিনি সুস্থ আছেন এবং ভারতে ফিরছেন।'

নুসরাতের টিমের এক সদস্য এর আগে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, 'নুসরাত দুর্ভাগ্যবশত ইসরায়েলে আটকে পড়েছেন। হাইফা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। শেষবার যখন আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম, শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে, তখন সে একটি বেসমেন্টে নিরাপদ ছিলেন।'

## নব্যার সঙ্গে একই মঞ্চে ঐশ্বরিয়া, পাত্তাই পেলেন না অমিতাভের নাতনির কাছে!

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** অক্টোবরের গোড়াতেই ক্যারিয়ারে নতুন মাইলফলক গড়ে ফেললেন বচ্চন পরিবারের দুই নারী। একদিকে বচ্চন পরিবারের পুত্রবধূ ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন, অন্যদিকে অমিতাভের নাতনি নব্যা নভেলি নন্দা। প্যারিস ফ্যাশন উইকে একই প্রসাধনী সংস্থার পক্ষ থেকে ফ্যাশন সরণিতে হাঁটলেন দুজন। র‍্যাম্প করেই অভিষেক হলো নব্যার। তবে ঐশ্বরিয়ার চেয়ে বেশি নজর কাড়লেন তিনি।

লাল রঙের একটি অফ-শোল্ডার মিনিড্রেস পরে র‍্যাম্পে হাঁটতে দেখা যায় নব্যাকে।

অন্যদিকে সোনালি রঙের কেপ-গাউন এবং ব্লন্ড হাইলাইটে ফ্যাশন সরণিতে হাজির হয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া। হাতে হীরার আংটি, কানে হীরার দুল, পায়ে সোনালি রঙের হিল জুতা।

বলিপাড়া সূত্রে খবর, কন্যা আরাধ্যাকে নিয়ে ফ্যাশন শোয়ে উপস্থিত ছিলেন ঐশ্বরিয়া।

যে প্রসাধনী সংস্থার পক্ষ থেকে ফ্যাশন শোয়ের আয়োজন করা হয়েছিল সেই সংস্থার ভারতীয় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঐশ্বরিয়া। সেই সংস্থার শোয়েই প্রসাধনীর প্রচারে হাঁটলেন নব্যা।

একই সংস্থা আয়োজিত র‍্যাম্পে হাঁটলেও ঐশ্বরিয়া এবং নব্যার শো আলাদা ছিল। এখানেই ধরা পড়লো বচ্চন পরিবারের ভাঙন আর নব্যার সাফল্যের উদযাপন।

নব্যার শো চলাকালীন অতিথির আসনে উপস্থিত ছিলেন জয়া বচ্চন এবং শ্বেতা বচ্চন নন্দা। কিন্তু ঐশ্বরিয়ার শোয়ে দর্শকাসনে দেখা গেল না বচ্চন পরিবারের কোনো সদস্যকে।

নব্যা এই প্রথমবার র‍্যাম্পে হাঁটলেন। কন্যার জীবনে এই সাফল্যের মুহূর্তকে সাক্ষী রেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার ভিডিও পোস্ট করলেন নব্যার মা শ্বেতা।

শোয়ের ভিডিও পোস্ট করে নব্যাকে শুভেচ্ছাবার্তা জানান শ্বেতা। র‍্যাম্প হাঁটার সময় মা এবং নানীকে লক্ষ্য করে বারবার হাতও নাড়তে দেখা যায় নব্যাকে।

এমনকি ফ্যাশন শোয়ের পরের দিনও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করতে দেখা যায় শ্বেতাকে। জয়া এবং নব্যার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে তাদের প্যারিস বেড়ানোর খুঁটিনাটিও জানান শ্বেতা।

পোস্টে শ্বেতা লেখেন, "আমাদের ছোট্ট মেয়েকে র‍্যাম্পে হাঁটতে দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। এই তো সে দিনের কথা, গুটি গুটি পায়ে সবে হাঁটতে শিখছিলো নব্যা। দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেলো আমার মেয়েটা।"

নব্যাকে ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা তো জানানো হলো। কিন্তু বচ্চন পরিবারের পুত্রবধূ কোথায় জায়গা পেলেন? জয়া বা শ্বেতা দু'জনের কেউই শুভেচ্ছা জানালেন না ঐশ্বরিয়াকে।

এমনকি ফ্যাশন শোয়ের পর জয়া, শ্বেতা এবং নব্যা একসঙ্গে সময় কাটালে সেখানেও বাদ পড়ে গেলেন ঐশ্বরিয়া। অন্যদিকে, ঐশ্বরিয়াকেও কিন্তু নব্যাকে কোনো শুভেচ্ছাবার্তা জানাতে দেখা যায়নি।

ঐশ্বরিয়া এবং নব্যা ছাড়াও ফ্যাশন সরণিতে হাঁটলেন কেন্ডেল জেনার, ক্যামিলা ক্যাবেলো, ভায়োলা ডেভিস, ইভা লঙ্গোরিয়া, ক্যাথেরিন ল্যাংফর্ড এবং হেলেন মিরেনের মতো তারকারা। মঞ্চে কেন্ডেলের সঙ্গে হাসিখুশি মেজাজে ধরা দিতে দেখা গেল ঐশ্বরিয়াকে।

কিন্তু ফ্যাশন শোয়ে পরিবারের সব নজর নব্যা কেড়ে নিলেন কী করে? বলিপাড়ায় কানাঘুষো শোনা যায়, এর নেপথ্যে রয়েছে পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব।

বলিপাড়ার অন্দরমহল সূত্রে খবর, ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে নাকি জয়া এবং শ্বেতা কারো সম্পর্কই খুব একটা ভাল নয়। এত দিন সম্পর্কের ফাটলগুলো চার দেওয়ালের ভিতরে আটকে থাকলেও ফ্যাশন শোয়ে সব যেন পানির মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো।

## বলিউড তারকাদের সতর্ক করলেন কঙ্গনা

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** বেটিং অ্যাপ মহাদেব ইস্যুতে ভারতের আর্থিক দুর্নীতি-সংক্রান্ত তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি)-এর তালিকায় রয়েছে বলিউডের একাধিক তারকার নাম।

সেই তালিকায় জ্বলজ্বল করছে রণবীর কাপুর, সানি লিওন, টাইগার শ্রফ, নেহা কক্করসহ আরও তারকার নাম। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইডির নজরে থাকা বলিউড তারকাদের সতর্ক করলেন কঙ্গনা রানাউত।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, মহাদেব বেটিং অ্যাপের পক্ষে তার কাছেও বারবার প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কঙ্গনার মন্তব্য, আমার কাছে ১ বছরে অন্তত ছয়বার ওদের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছে। প্রতিবার কয়েক কোটি টাকা বাড়িয়ে আমাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল। তবে আমি প্রতিবার না করেছি। এটা নতুন ভারত। শুধরে যাও নইলে তোমাদের জোর করে শুধরে দেওয়া হবে।

## বিশ্বকাপ জিততে
# 'বিশেষ' পরিকল্পনা ভারতের!

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** বিশ্বকাপে সবার শেষে মাঠে নামছে আয়োজক ভারত এবং পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। চেন্নাইয়ের ২২ গজে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় দল। বিশ্বকাপ জেতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চাইছেন না রোহিত শর্মারা। লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় শিবিরের।

বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবছেন না তারা। প্রতিযোগিতার সব প্রতিপক্ষকেই গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতীয় শিবির। তবে কাউকে বাড়তি সমীহ করতে নারাজ হার্দিকেরা। তিনি বলেছেন, 'আমাদের নিয়ে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। দলের সবাই খুব উত্তেজিত। জানি আমরা সমর্থকদের প্রচুর ভালবাসা, সমর্থন পাব। সমর্থকদের উৎসাহ আমাদের সেরাটা বের করে আনবে। আমাদের দলে বিশ্বমানের ব্যাটার এবং বোলার রয়েছে। আমাদের এক সঙ্গে নির্ভিকভাবে পারফরম্যান্স করতে হবে। নির্ভয়ে খেলতে হবে সবাইকে। চাপ এবং প্রত্যাশা ইতিবাচক ভাবে দেখতে হবে। যে ভাবে খেলছি, ঠিক সেটাই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করা নিয়ে চিন্তিত নন হার্দিক। আত্মবিশ্বাসী অলরাউন্ডার বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে আমরা অনেক সময়ই ক্রমতালিকায় এক নম্বরে বা তার খুব কাছে ছিলাম। তার মানে আমাদের পারফরম্যান্স ভাল। বিশ্বকাপে সেই ভাল পারফরম্যান্সটাই তুলে ধরতে চাই। সাহসী ক্রিকেট খেলব আমরা। এ বছর ট্রফি জেতার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমাদের।'

## মেসিকে নিয়েও
# প্লে-অফে উঠতে পারল না মায়ামি

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** এবার আর হলো না! ইনজুরি কাটিয়ে লিওনেল মেসি ফিরলেও জয় পেল না ইন্টার মায়ামি। সিনসিনাটির কাছে ১-০ গোলে হেরে মেজর লিগ সকারে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেল তারা। এই মৌসুমে কেবল দু'টি ম্যাচ আছে আর মায়ামির।

হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে টানা পাঁচ ম্যাচ খেলতে পারেননি মেসি। এই ম্যাচে খেলেছেন যদিও বদলি হিসেবে। মাঠে নেমেছেন ম্যাচের ৫৫ মিনিটে। তখনো খেলায় গোলশূন্য সমতা ছিল। কিন্তু ম্যাচের ৭৮ মিনিটে জয়সূচক গোলটি পায় সিনসিনাটি। তাতেই শেষ হয়ে যায় মেসিদের প্লে-অফ খেলার স্বপ্ন। এই হারে ৩২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলর ১৪'তে আছে মায়ামি। শেষ দুই ম্যাচে জিতলেও প্লে-অফ খেলা হবে না তাদের। যদিও সেই দুই ম্যাচে মেসি খেলবেন কি না সেটাও অনিশ্চিত। কেননা ম্যাচ দুটো অনুষ্ঠিত হবে ১৮ ও ২১ অক্টোবর। শেষের আগের ম্যাচটি সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলতে ব্যস্ত থাকবেন মেসি। ২০২৪ সালে ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আবারও মায়ামির হয়ে খেলতে দেখা যাবে তাকে।

# বিশ্বকাপে নতুন রেকর্ড গড়লেন কোহলি

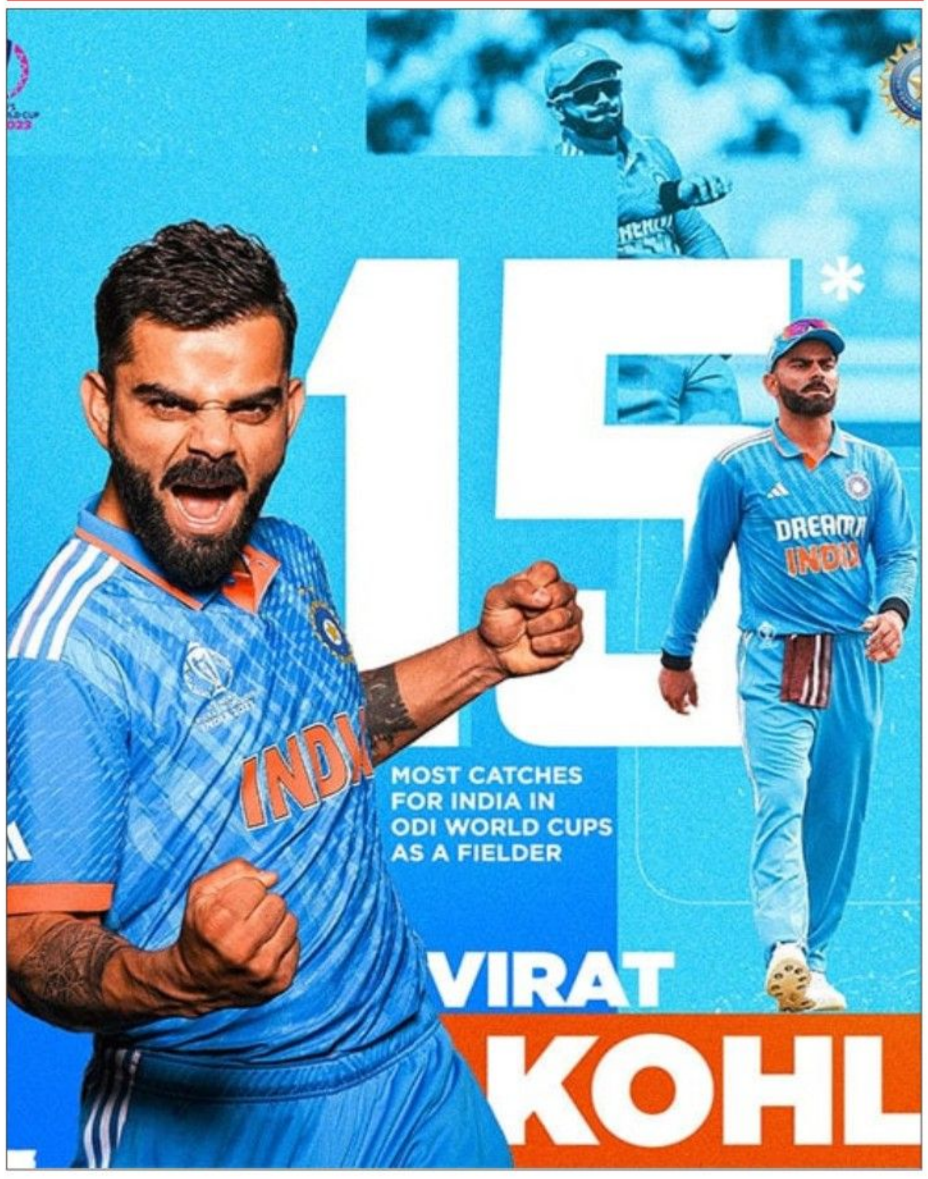


**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেই রেকর্ড গড়লেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নেওয়া ভারতীয় ক্রিকেটার এখন তিনি। এ রেকর্ড গড়ার পথে তিনি কিংবদন্তি স্পিনার অনিল কুম্বলেকে পেছনে ফেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জসপ্রীত বুমরাহর বলে মিচেল মার্শের তুলে দেয়া বল তালুবন্দী করে এ রেকর্ড গড়েছেন কোহলি। বিশ্বকাপে এটি ছিল তার ১৫তম ক্যাচ। আর তাতেই কুম্বলে (১৪) পড়ে যান পেছনে। ১২টি ক্যাচ নিয়ে কপিল দেব ও শচীন টেন্ডুলকার তৃতীয় স্থানে। ওয়ানডেতে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের (১৫৬)। ১৪৬ ক্যাচ নিয়ে তাকে চোখ রাঙাচ্ছেন কোহলি। উইকেটকিপার বাদে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ড রিকি পন্টিংয়ের। ব্যাট থেকে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কে হাতে বল ধরা পড়েছে ২৮ বার।

## ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য
# ছাড়া হচ্ছে বাড়তি টিকিট

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** দীর্ঘদিন ধরে ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে কোনো দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেনি। রাজনৈতিক কারণে দু'দেশের সফর বন্ধ। দেশ দুটির রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ক্রিকেট মাঠেও।

তাই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই টানটান উত্তেজনা। এজন্য আগামী ১৪ অক্টোবর বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহ তুঙ্গে। প্রায় সকলেই এই একটি ম্যাচের টিকিট চান। বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রথম থেকেই আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রথম দফার সব টিকিট মাত্র এক ঘণ্টাতেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আরও ১৪ হাজার টিকিট সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। রবিবার দুপুর ১২টা থেকে অনলাইনে পাওয়া যাবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের এসব টিকিট। শুধু ভারতীয়রা নয়, গ্যালারিতে বসে ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের উত্তাপ নিতে আগ্রহী পাকিস্তানের সমর্থকরাও। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের সমর্থকদেরও আগ্রহ থাকে এই দু'দেশের ম্যাচ নিয়ে। স্টেডিয়ামের কোনো আসন ফাঁকা থাকবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। সেমিফাইনাল বা ফাইনালে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়া অনিশ্চিত। তাই বিশ্বকাপের লিগ পর্বের এই ম্যাচের টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে।

# শচীনকে টপকে যে রেকর্ড গড়লেন কোহলি

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** ধসে পড়া ভারত শিবিরের হাল ধরে দেশকে জিতিয়েছেন শক্ত হাতের বিরাট কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার করা ১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ২ রানে ৩ উইকেট হারায় ভারত। কোহলিই দলের ভরসা হয়ে হাল ধরলেন, রেকর্ডও গড়লেন।

আইসিসির প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে বেশি রানের রেকর্ড এত দিন ছিল শচীন টেন্ডুলকারের। রবিবার বিরাট সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন। আইসিসি প্রতিযোগিতায় ৫৮টি ইনিংস খেলে শচীন করেছিলেন ২৭১৯ রান। বিরাট এ দিন ৬৪তম ইনিংস খেলছেন। সেই ইনিংসেই শচীনকে টপকে গেলেন কোহলি। ভারতীয়দের মধ্যে সচীন এবং কোহলি ছাড়া একমাত্র রোহিত শর্মা আইসিসি প্রতিযোগিতায় ২০০০ রানের গণ্ডি পার করেছেন।

যদিও মাঠে নেমেই অনিল কুম্বলের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন কোহলি। অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করার সময় স্লিপে ক্যাচ ধরেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে এক দিনের বিশ্বকাপে সব থেকে বেশি ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ড গড়েন তিনি। টপকে যান অনিল কুম্বলেকে।

এত দিন এক দিনের বিশ্বকাপে সব থেকে বেশি ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ড ছিল কুম্বলের। তিনি ১৪টি ক্যাচ নিয়েছিলেন। বিরাট নিলেন ১৫তম ক্যাচ। ভারতীয়দের মধ্যে সেটাই এই প্রতিযোগিতায় সব থেকে বেশি ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ড। তবে সব দেশ মিলিয়ে শীর্ষে রয়েছেন রিকি পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ২৮টি ক্যাচ ধরেছিলেন। তাকে এ বারের বিশ্বকাপে টপকে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে ইংল্যান্ডের জো রুটের। তিনি এখনও পর্যন্ত এক দিনের বিশ্বকাপে ২০টি ক্যাচ ধরেছেন। এই তালিকায় কোহলি রয়েছেন পাঁচ নম্বরে। রবিবারের ম্যাচ পর্যন্ত এক দিনের বিশ্বকাপে ১৬টি ক্যাচ ধরা পড়েছে বিরাটের হাতে।

## বিশ্বকাপ ধামাকা

## রোহিত-কোহলির বীরত্বে
# আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিল ভারত

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** রোহিত-কোহলির বীরত্বে ভারতের কাছে পাত্তাই পেল না আফগানিস্তান। রোহিতের ঝড়ো সেঞ্চুরির সঙ্গে বিরাট কোহলির অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরিতে আট উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ভারত। টানা দুই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিশ্বকাপের আয়োজকরা।

টপ অর্ডারের ব্যাটাররা আলো ছড়াতে না পারলেও মিডল অর্ডারে হাশমতুল্লাহ শহীদি ও আজমতউল্লাহ ওমরাজাইয়ের ব্যাটে ভারতের সামনে ২৭৩ রানের লক্ষ্য দাঁড় করায় আফগানিস্তান। চ্যালেঞ্জিং টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে রীতিমতো ঝড় তুলে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বুধবার বিশ্বকাপের নবম ম্যাচে স্বাগতিক ভারতের মুখোমুখি হয় আফগানরা। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে রশিদ-নবিদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২৭২ রানে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে দারুণ কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিল আফগানিস্তান। কিন্তু বিশ্বকাপের শুরুতেই তারা বাংলাদেশের কাছে শোচনীয় পরাজয় দেখে। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ টপ ফেভারিট ভারতের বিপক্ষে হাশমতউল্লাহ শহিদীর দল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়। যেখানে আগে ব্যাট করে শহিদীর ৮০ এবং আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের ৬২ রানে ভর করে আফগানিস্তান ২৭৩ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয়। জবাবে অনেকটা হেসে-খেলে জিতল রোহিতের দল।

## তিন মহাদেশের
# ৬ দেশে হবে শতবর্ষীয় ফুটবল বিশ্বকাপ

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** ১৯৩০ সালে প্রথমবার শুরু হয়েছিল ফুটবল বিশ্বকাপ। সেবার দক্ষিণ আমেরিকার দেশ উরুগুয়েতে আয়োজন করা হয়েছিল বিশ্বকাপ ফুটবলের। ১৩-৩০ জুলাই বসেছিল এই বিশ্বকাপের আসর। উরুগুয়ের শহর মন্টেভিডিওতে আয়োজন করা হয়েছিল এই বিশ্বকাপের।

২০৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে সেই বিশ্বকাপের শততম বর্ষ হতে চলেছে। আর এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে বদ্ধপরিকর বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। তাদের পক্ষ থেকে নানা স্পেশাল ভাবনা ভাবা হয়েছে এই ২০৩০ বিশ্বকাপ নিয়ে। যার অংশ হিসেবেই আয়োজক দেশের ক্ষেত্রে এই বিশ্বকাপেই আনা হচ্ছে অভিনবত্ব।

তিন মহাদেশের ছয়টি দেশে আয়োজন করা হবে সেই বিশ্বকাপ, যা ফিফার ইতিহাসে এটা প্রথমবার হতে চলেছে। যদিও এই বিশ্বকাপের অফিসিয়াল আয়োজক যৌথভাবে মরক্কো, স্পেন এবং পর্তুগাল। পাশাপাশি শতবর্ষ উদযাপন করতে কয়েকটি ম্যাচ খেলা হবে উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে এবং আর্জেন্টিনাতেও।

তিন মহাদেশের ছয় দেশে আয়োজিত হবে শতবর্ষীয় ফুটবল বিশ্বকাপ। স্পেন, পর্তুগাল এবং মরক্কোর পাশাপাশি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলা হবে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতেও। লাতিন আমেরিকার এই তিন দেশ অবশ্য শুধু শুরুর তিনটি ম্যাচই আয়োজন করবে। এই দেশগুলো নিজেদের প্রথম ম্যাচগুলো খেলবে নিজেদের দেশেই। মূলত বিশ্বকাপের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অভিনব উপায়ে লাতিন আমেরিকায় ফেরানো হচ্ছে বিশ্বকাপকে। ১৯৩০ সালে উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিওতে শুরু হয়েছিল বিশ্বকাপের আসর।। আগামী বছর ফিফার কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন দেওয়া হবে।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, এই পৃথিবীতে ফিফা ফুটবলের মাধ্যমে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করছে। ২০৩০ বিশ্বকাপ সেই ঘটনার সেলিব্রেশন করতে চলেছে। বিশ্ব ফুটবলের প্রতিনিধিত্বকারী ফিফা কাউন্সিল সর্বসম্মতভাবে ফিফা বিশ্বকাপের শতবর্ষ পালনের বিষয়ে ঐকমত হয়েছে। ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, '২০৩০ সালে আমাদের বিশ্বকাপ গোটা বিশ্বে এক অনন্য পদচিহ্ন রাখবে। তিনটি মহাদেশ-আফ্রিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকা, ছয়টি দেশ-আর্জেন্টিনা, মরক্কো, প্যারাগুয়ে, পর্তুগাল, স্পেন এবং উরুগুয়েতে হবে এই বিশ্বকাপ।'

উল্লেখ্য, এর ঠিক পরেই বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করতে চায় সৌদি আরব। এই সময় ফিফার তরফে এটিও নিশ্চিত করা হয়েছে যে ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে শুধু এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন এবং ওশেনিয়া ফুটবল কনফেডারেশনের দেশগুলোকেই বিবেচনা করা হবে। ফলে আশা করা হচ্ছে ২০৩৪ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারে সৌদি আরব।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR